জ্ঞান

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

জ্ঞান

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

জ্ঞান

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি নোবেল চরিত্রের একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে: জ্ঞান।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

জ্ঞান

জ্ঞান- ১

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ। উল্লিখিত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে উপকারী পার্থিব জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান, কারণ আগেরটি প্রায়শই একজনকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বাধ্য থাকতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি একটি বৈধ পেশা অর্জনের জন্য দরকারী পার্থিব জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে হারাম সম্পদ উপার্জন এড়াতে সহজ হবে। এই মনোভাব তাদের জান্নাতের দিকে যাত্রায় সাহায্য করবে।

উপরন্তু, জান্নাতের পথ কেবল তারাই ভ্রমণ করে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। ধার্মিকতার মূল তাই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধুমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলিমের জ্ঞান অন্বেষণ এবং তার উপর কাজ করার উদ্দেশ্য হতে হবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শনের জন্য, তাকে জাহান্নামের সতর্ক করা হয়েছে, যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন

কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মসজিদে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তেলাওয়াত করে এমন একদল মুসলিম দ্বারা প্রাপ্ত আশীর্বাদ। যথা, তাদের উপর প্রশান্তি ও রহমত অবতীর্ণ হবে, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে থাকবে এবং মহান আল্লাহ তাদের স্বর্গীয় ফেরেশতাদের কাছে উল্লেখ করবেন।

এটি পবিত্র কুরআন শেখার ও অধ্যয়নের ফজিলত নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 5027 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে পবিত্র কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করা অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই দলটি এতই বিশেষ যে, মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করবেন যে তাদের সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে যোগ দেয়। এটি সহীহ বুখারি, 6408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে যারা নিয়মিত এই কাজটি করে তারা তাদের দিনব্যাপী পূর্বে উল্লেখিত প্রশান্তি এবং মহান আল্লাহর রহমত দান করবে। যে কেউ এই আশীর্বাদগুলি পাবে সে তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে শান্তি এবং

স্বাচ্ছন্দ্য পাবে এবং যখন তারা কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হবে তখন এই উপহারগুলি তাদের নিরাপদে এর মাধ্যমে পরিচালনা করবে।

আশা করা যায় যে এই পৃথিবীতে যারা ফেরেশতাদের সঙ্গ পাবে তাদের মৃত্যুর সময় এবং পরকালে তাদের সঙ্গ দেওয়া হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 31:

"আমরা [ফেরেশতারা] পার্থিব জীবনে আপনার মিত্র ছিলাম এবং আখিরাতেও..."

জ্ঞান - 2

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান, তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালো কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত, এই হাদিসটি এটাকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামি জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই প্রকৃত স্থায়ী মঙ্গল রয়েছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল দরকারী পার্থিব জ্ঞান যার মাধ্যমে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে ভাল মিথ্যা তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কতজন মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য শুধুমাত্র ন্যূনতম ইসলামী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা তাদের প্রচেষ্টাকে জাগতিক জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, সেখানে সত্যিকারের ভালো পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান

আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন।

একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে, ইসলামিক জ্ঞান শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করে কিভাবে আচার-অনুষ্ঠান করতে হবে এবং কোনটি হারাম ও বৈধ। বাস্তবে, এটি মানুষকে শেখায় কীভাবে সঠিক মনোভাব এবং আচরণ গ্রহণ করতে হয় যাতে তারা তাদের দেওয়া সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যাতে তারা উভয় জগতে নিজেদের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে যার ফলে উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করা যায়। একমাত্র যিনি মানবজাতিকে এই শিক্ষা দিতে পারেন তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছু জানেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ। অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের চেয়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জন ও আমল করাকে প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন ও আমল করার জন্য সংগ্রাম করবে। এর ফলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

জ্ঞান - 3

সহীহ মুসলিম, 3257 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, কারণ এটি অতীতের জাতিগুলির ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছিল। বরং মুসলমানদের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা আদেশ করা হয়েছে তা করা এবং যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

মুসলিমদের এই মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত নয় কারণ যাদের অনেক বেশি প্রশ্ন করার অভ্যাস আছে তারা প্রায়শই তাদের দায়িত্ব পালনে এবং উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং গবেষণা করতে ব্যস্ত থাকে। এই মানসিকতা একজন ব্যক্তিকে এই ধরণের বিষয় নিয়ে তর্ক করতে এবং বিতর্ক করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব আজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ বিস্তৃত, কারণ তারা প্রায়শই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ না করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতি মনোনিবেশ না করে বাধ্যতামূলক এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে, সঠিকভাবে, অর্থ, তাদের সম্পূর্ণ শিষ্টাচার এবং শর্তাবলীর সাথে তাদের পূরণ করা।

একজন মুসলিমের উচিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করা এবং জিজ্ঞাসা করা যা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় তারা এই হাদিসে উল্লেখিত লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের

নিজেদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে। কারও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয় যে কিছু শেখার ফলে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে কিনা। যদি তা না হয়, তবে তাদের এই জ্ঞানের টুকরো গবেষণা এবং শেখার জন্য তাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। একজনের পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয় যে কিছু শেখা একজনকে তাদের পার্থিব দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবে কিনা, যেমন কর্মক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য। যদি তা না হয়, তবে তাদের এই জ্ঞানের টুকরো গবেষণা এবং শেখার জন্য তাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

পরিশেষে, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মূল হাদীসে উল্লিখিত মানসিকতা থেকে দূরে থাকবে, বিশেষ করে, যখন তারা ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করবে, কারণ একজন ব্যক্তি সহজেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার উপায় হতে পারে। ইসলামের উপর একাডেমিক অধ্যয়ন যা তাদের জীবন ও আচরণের উপর কোন ব্যবহারিক প্রভাব ফেলে না। শেষোক্ত মনোভাব সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কেউ গবেষণা ও জ্ঞানের বিষয়ে অধ্যবসায় বজায় রাখে যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না। এটিকে সহজেই এমন জ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করা যায় যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেননি বা যা হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে আলোচনা করেননি। নির্দেশনার এই দুটি উত্সে আলোচনা করা হয়নি এমন সমস্ত ধর্মীয় জ্ঞান অপ্রাসঙ্গিক এবং তাই উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে এই দুই সূত্রে হেদায়েত নিয়ে আলোচনা করা যেত। অতএব, নির্দেশের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত যে কোনো ধর্মীয় জ্ঞান প্রাসঙ্গিক এবং অবশ্যই গবেষণা ও কাজ করতে হবে, অন্য সব ধর্মীয় জ্ঞান এড়িয়ে চলতে হবে।

জ্ঞান - 4

সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নরকে।

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান, মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকার করবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সব কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। কিছু গাছ অন্যদের উপকার করার জন্য এই জল দ্বারা বেড়ে ওঠে, যেমন একটি ফল গাছ। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জল দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফলগুলি খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতভাবে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা, কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজনকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার সাথে তাদের ভাল উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করতে হবে, কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞান উপকারী জ্ঞান নয়, এটি কেবল তথ্য। নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া একজন ডাক্তারের মতো যে মানুষের চিকিৎসা করার জন্য তাদের ওষুধের জ্ঞান বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। একইভাবে তারা নিজের বা অন্যদের উপকারে আসে না, ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী এবং তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ একজন মুসলমানও না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তিকে একটি গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে জ্ঞানের বই বহন করে। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

উপরন্তু, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া জ্ঞান গোপন করবে বিচারের দিন তাকে আগুনে লাগাতে হবে। জামি আত তিরমিযী, 2649 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উপকারী জ্ঞান

অন্যদের সাথে শেয়ার করতে হবে। এটা নিছক বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

অবশেষে, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বিতর্কে অন্যদের পরাজিত করা নয়। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল অন্যদের কাছে সঠিকভাবে দৃঢ় প্রমাণ সহ সত্য উপস্থাপন করা। তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে সত্য মেনে নিতে বাধ্য করার দায়িত্ব তাদের অর্পণ করা হয়নি। এই মনোভাব মানুষকে সত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। বরং তর্ক-বিতর্ক না করে মানুষকে সত্য ব্যাখ্যা করা উচিত এবং নিজেরাই কাজ করে এই সত্যটি দেখানো উচিত। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এভাবেই আচরণ করতেন এবং অন্যদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যেতে এই পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকর।

জ্ঞান - 5

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা, এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে, স্বেচ্ছায় নামাজের 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলিকে কার্যত বাস্তবায়ন করা। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। শুধুমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ের উপর আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা 1000 সাইকেল নামায পড়ার সওয়াব লাভ করবে, যদিও তারা বাস্তবে এর উপর আমল না করে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তারা মহান আল্লাহর

উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা বোঝে না বলে ইতিবাচক উপায়ে আল্লাহর প্রতি তাদের আচরণ ও আনুগত্য উন্নত করার সম্ভাবনা কম। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছায় ইবাদত করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

উপরন্তু, কেউ তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মহান আল্লাহর ইবাদত বা আনুগত্য করতে পারে না এবং জ্ঞান ছাড়া মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তি না বুঝেই পাপ করবে, কারণ তারা জানে না কোন কাজগুলোকে পাপ বলে গণ্য করা হয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়শই তাদের পূর্ণ শর্ত এবং শিষ্টাচারের সাথে ভাল কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাই তাদের অনেক স্বেচ্ছাসেবী ইবাদত ঘাটতি হবে। অথচ জ্ঞানীরা হয়ত কম ভালো কাজ করবে কিন্তু তারা সেগুলো সঠিকভাবে করবে যাতে অজ্ঞ ইবাদতকারীর চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

জ্ঞান - 6

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2520 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তারা তাদের দরকারী জ্ঞানের উপর কাজ করে। জ্ঞান তখনই উপকারী যখন কেউ এর উপর কাজ করে, অন্যথায় এটি এমন কিছু যা বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। নিজের জ্ঞানের উপর কাজ না করা এবং সাফল্য লাভের আশা করা সেই ব্যক্তির মতো বোকামি যার কাছে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যের মানচিত্র রয়েছে তবুও এটি ব্যবহার করে না এবং এখনও নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর আশা করে। জ্ঞানের উভয় দিক পূরণ করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রথমটি হল এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে লাভ করা এবং দ্বিতীয়টি হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে এর উপর আমল করা। একজন মুসলিমকে জান্নাতের পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্যে নেমে যেতে হবে।

জ্ঞান - 7

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। এটি করা জরুরী কারণ নিজের জ্ঞানকে উপেক্ষা করা এবং এর বিপরীত কাজ করা বড় অজ্ঞতার লক্ষণ। এই ধরনের জ্ঞান মোটেই উপকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। জ্ঞান তখনই উপযোগী যখন এটি সঠিকভাবে কাজ করা হয়, ঠিক যেমন একটি মানচিত্র শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যায় যখন এটি ব্যবহার করা হয়। জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া কাউকে জান্নাতের পথে নামিয়ে দেবে না, এটি তাদের কেবল অন্ধকারে ফেলে দেবে; বিভ্রান্ত এবং হারিয়ে গেছে।

জ্ঞান - 8

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। একটি পরিবারের প্রবীণরা, বিশেষ করে পিতামাতারা প্রায়শই এমন একটি বিবৃতি ব্যবহার করেন যা তারা বিশ্বাস করে যে তাদের সঠিক নির্দেশনা নির্দেশ করে, যেমন বড়রা ভাল জানেন। সত্যি কথা বলতে, এই বক্তব্যটি ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিনে সত্য ছিল কারণ তখনকার প্রবীণরা উপকারী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করতে চেষ্টা করতেন। তারা তাদের নিজস্ব মতামত ও চিন্তাধারাকে একপাশে রেখে পবিত্র কুরআনের উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ দান করেছিলেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অতএব, এই বিবৃতিটি তাদের জন্য প্রযোজ্য এবং সেই সময়ের যুবকরা উপকৃত হয়েছিল যদি তারা এই বুজুর্গদের পরামর্শে কাজ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সময় বদলেছে। এই দিন এবং যুগে বেশিরভাগ প্রবীণরা উপকারী জ্ঞানের সন্ধান করে না বা তার উপর কাজ করে না, বরং বেশিরভাগই তাদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর কাজ করে যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি নেই। তারা উপকারী জ্ঞান থেকে পলায়ন করে এবং তৈরি করা সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে এই শিক্ষাগুলিতে খুব সন্তুষ্ট। এই অজ্ঞতার কারণে প্রবীণরা এখন কখনো সঠিক আবার কখনো ভুল। অতএব, বিবৃতি প্রবীণরা ভাল জানেন আর প্রযোজ্য নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানকে তাদের প্রবীণদের উপেক্ষা করা বা অসম্মান করা উচিত কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। এর পরিবর্তে তাদের উচিত সঠিক উপকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করা, তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সহ অন্যদের পরামর্শ শোনা এবং তারপর এমন একটি পছন্দ করা যা তাদের সমস্ত বিষয়ে ইসলাম নির্দেশ করে যদিও তা অন্যদের মতামতের বিপরীত হয়। একজন মুসলমানের উচিত তাদের গুরুজনদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 116:

"আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা অনুমান ব্যতীত অনুসরণ করে না এবং তারা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছুই নয়।"

অন্যদের বিশেষ করে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে এটি করা সম্ভব। মুসলমানরা যদি এটা করে তাহলে হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন এই বক্তব্য আবার সত্য হবে ।

জ্ঞান - 9

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই মহান আল্লাহ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বোধ করার বিষয়ে অভিযোগ করে, যদিও তারা ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দেয় এবং ধর্মীয় বক্তৃতা শোনে। এর একটি প্রধান কারণ হল তারা ভুল মনোভাব গ্রহণ করেছে যা ধার্মিক পূর্বসূরিদের মনোভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা বৈধ বিনোদনের জন্য এসব কাজে অংশ নেয়। তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ানোর জন্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য উপকারী জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে না, যা মহান আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যায়। এটি ছিল সৎ পূর্বসূরিদের মনোভাব যারা তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নৈকট্য কামনা করতেন। কেউ সঠিক মনোভাব নিয়ে কাজ করছে কিনা তা নির্ধারণ করার একটি ভাল উপায় হল কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার পরে নিজেকে মূল্যায়ন করা। যদি তারা দরকারী জ্ঞান অর্জন করে বা দরকারী জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা তাদের মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে অনুপ্রাণিত করে, তবে এটি কার্যকর। যদি তা না হয় তাহলে হয় ধর্মীয় সমাবেশ বা বক্তৃতার দোষ আছে বা শ্রোতার উদ্দেশ্যের দোষ আছে। কোনভাবেই তারা ধর্মীয় সমাবেশ বা বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য পূরণ করেনি। একজন মুসলমানের এমন জমায়েত এবং বক্তৃতাগুলি এড়িয়ে চলা উচিত যা বিনোদনের উপর বেশি মনোনিবেশ করে যেমন গল্প বলা যা ভিড়কে মুগ্ধ করতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন উপকারী শিক্ষা নেই। সঠিক নিয়তে সঠিক মজলিসে যোগদানের মাধ্যমেই একজন মুসলিম মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অন্যথায় তারা কেবল বিনোদনের সমাবেশে অংশ নিচ্ছে যা তাদের চরিত্রের উন্নতি করবে না এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য বৃদ্ধি করবে না।

জ্ঞান - 10

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব জ্ঞান যতই থাকুক না কেন তাদের ধর্মীয় জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যদিও, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে দরকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন প্রশংসনীয় কারণ এটি একজনের জন্য তাদের নিজের এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য এখনও বৈধ বিধান পাওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়, তবুও তাদের ধর্মীয় জীবনের মাধ্যমে নিরাপদে পরিচালিত করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পার্থিব জ্ঞান কাউকে শেখায় না যে কীভাবে নিরাপদে কোনো অসুবিধা বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে যাত্রা করতে হয় যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার লাভ করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাধ্যতামূলক কর্তব্য ও ঐতিহ্য, শুধুমাত্র পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী একজন মুসলিম দ্বারা আমল করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মীয় জ্ঞান একজনকে উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে যেখানে পার্থিব জ্ঞান শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে কাউকে সাহায্য করবে। যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলবে, যার ফলশ্রুতিতে এমন বরকত ও অনুগ্রহ আসবে যে তারা উভয় জগতেই সফলতা পাবে। অথচ জাগতিক জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শক তথা ধার্মিক পূর্বসূরিদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ না করে ধর্মে তাদের নিজস্ব পথ নির্ণয় করতে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্ম নিজের পথ তৈরি করা নয়, কেবল ইসলামি শিক্ষা মেনে চলা।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী তারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করেন না যা শুধুমাত্র উভয় জগতে তাদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। অতএব, মুসলমানদের উচিত উভয় জগতের সফলতা কামনা করলে ধর্মীয় ও উপকারী পার্থিব জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার চেষ্টা করা। এই কারণেই সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য।

জ্ঞান - 11

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদিও সময়ের সাথে সাথে ইসলামী পন্ডিত, প্রভাষক এবং ইসলামী শিক্ষার উপাদানের পরিমাণ বাড়লেও মুসলমানদের শক্তি কমেছে। এই জন্য অনেক কারণ আছে. এর একটি প্রধান কারণ হল, অনেক আলেম অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার সময় সঠিক নিয়ত অবলম্বন করেননি। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শিক্ষা দিয়ে নেককার পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, তারা জনপ্রিয়তা এবং পার্থিব জিনিস লাভের মতো অন্যান্য কারণে শিক্ষা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা প্রায়শই সমাবেশ এবং ইভেন্টগুলির স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করে এবং এমন একটি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না যা একদিকে তারা পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় আসন চায়। যখন তাদের অভিপ্রায় এইরূপ হয়, মহান আল্লাহ তাদের বক্তৃতার ইতিবাচক প্রভাব দূর করে দেন এবং তাই তাদের শ্রোতাদের উপর তাদের ইতিবাচক প্রভাব কম থাকে।

আরেকটি কারণ হল শ্রোতাদের উদ্দেশ্য সঠিক নয়। তারা বক্তৃতাগুলিতে অংশ নেয় না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তিত হয় তার পরিবর্তে অনেকে শুধুমাত্র একটি সঙ্গীত কনসার্টের মতো আধ্যাত্মিক উচ্চতার সন্ধানে বক্তৃতা দেয়। তারা সংস্কার নয় বিনোদন চায়। তারা দাবি করে নিজেদের খুশি করে যে তারা এখনও অনেক ইভেন্ট এবং সমাবেশে যোগ দিয়ে ইসলামী শিক্ষার উপর কাজ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে, কারণ তাদের মনোভাবের কারণে তারা যে পাঠ শুনেছে তার উপর কাজ করে তারা ভালভাবে পরিবর্তিত হয় না। তারা বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র শ্রবণই মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং সফল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই কারণেই কেউ কেউ কয়েক দশক ধরে বক্তৃতা দেয় তবুও উন্নতির জন্য মোটেও পরিবর্তন হয় না।

অবশেষে, অনেক আলেম যা প্রচার করেন তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অন্যদেরকে একত্রিত হতে শেখায় তবুও তারা অন্যান্য পণ্ডিতদের থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অন্যান্য পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠানকে ভালোভাবে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা ভয় করে যে তারা যদি তা করে তবে তারা ভুলে যাবে। তারা অন্যদেরকে বস্তুগত জগত থেকে দূরে সরে যেতে উপদেশ দেয়, তারাই সবচেয়ে বেশি এতে মগ্ন থাকে। যদিও, তারা তাদের অন্তরে বিচ্ছিন্ন বলে দাবি করে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্য নয়, তবুও তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যিনি বাহ্যিকভাবে এই পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এবং অভ্যন্তরীণভাবে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এর ফলে তাদের শিক্ষা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

জ্ঞান - 12

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিছু লোক তাদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরেই কীভাবে সাফল্য অর্জন করে সে সম্পর্কে এটি প্রতিবেদন করেছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের যা দরকার তা হল তাদের সামর্থ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের সরল শিক্ষাগুলো শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করা। এটি একজন অ-পণ্ডিত দ্বারা সহজেই অর্জন করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াত বুঝে ও আমল করার মাধ্যমে শুরু করতে পারে যা তাদের চিরন্তন সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। প্রথমটি হল তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

এই আয়াত অনুসারে একজন মুসলমানকে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা ও সাফল্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পরবর্তী আয়াতটি আল বাকারাহ 216 নম্বর অধ্যায়ে পাওয়া যায়:

"... কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই আয়াতটি একজন মুসলিমকে তাদের জীবনে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে প্রতিটি পরিস্থিতির পেছনে অনেক উপকারী জ্ঞান রয়েছে যা তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নয়। কেউ তাদের নিজের জীবনের মধ্যে অনেক উদাহরণ খুঁজে পেতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল কিন্তু এটি খারাপ এবং এর বিপরীতে পরিণত হয়। অতএব, তাদের উচিত ধৈর্য সহকারে প্রতিটি অসুবিধা সহ্য করা, অভিযোগ এড়ানো এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখা, পরিস্থিতি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে, যদিও তারা তাদের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি লক্ষ্য না করে।

চূড়ান্ত আয়াতটি আল বাকারাহ 286 নম্বর অধ্যায়ে পাওয়া যায়:

" আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত তার উপর ভার দেন না..."

এই আয়াতটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের কোন অসুবিধা বা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে না তা সহ্য করার বা পূরণ করার শক্তির বাইরে নয়। এই উপলব্ধি অধৈর্যতা দূর করে এবং অসুবিধার সম্মুখীন হলে হতাশা দূর করে এবং অলসতা কাটিয়ে উঠতে এবং আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের শক্তি দিয়ে অনুপ্রাণিত করে।

ইসলাম সহজ অথচ সুদূরপ্রসারী পাঠ শেখায় যা মুসলমানদের অবশ্যই অধ্যয়ন ও আমল করতে হবে। কিন্তু এই পাঠগুলির জন্য একজনকে সফল ফলাফল অর্জনের জন্য একজন পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, অনেক পার্থিব জিনিসের বিপরীতে যার জন্য একজন ব্যক্তিকে সফলতা পাওয়ার আগে একজন বিশেষজ্ঞ হতে হয়।

জ্ঞান - 13

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। তথ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদান কত বছর ধরে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বেড়েছে তা নিয়ে প্রতিবেদন করা হয়েছে।

যদিও, সময়ের সাথে সাথে প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তথ্য অ্যাক্সেস করা সহজ হয়েছে, তবুও মুসলমানদের শক্তি কেবল দুর্বল হয়েছে। এর একটি কারণ হল যে অনেক মুসলিম এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করেছে যা তাদের ইসলামিক জ্ঞান শেখার ও তার উপর আমল করতে বাধাগ্রস্ত করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান শোনাই সফল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এটি শয়তানের একটি ফাঁদ এবং এটি সাহাবায়ে কেরামের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি এবং সৎ পূর্বসূরিদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানই শোনেননি বরং তারা যে জ্ঞান শুনেছেন তার উপর আমল করার মাধ্যমে তারা এই অভিপ্রায়কে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। এভাবে কাজ না করার ফলে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই কারণেই কিছু মুসলিম কয়েক দশক ধরে ধর্মীয় সমাবেশে এবং আলোচনায় যোগদান করেছে, তবুও এর উন্নতি হয়নি। এই মনোভাবের বিপদ হল যে শেষ পর্যন্ত লোকেরা এই বিশ্বাস করে নীচে নেমে যাবে যে তারা ধর্মীয় শিক্ষা শোনা বা আমল করার প্রয়োজন ছাড়াই কেবল তাদের জিহ্বা দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করতে পারে। মুসলমানদেরকে তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে অজ্ঞতা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে যা তাদেরকে কেবল ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

উপসংহারে বলা যায়, ইসলামী জ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষকে বিনোদন দেওয়া নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল বাস্তবিকভাবে মানুষকে এই পৃথিবীতে তাদের চেহারার সমস্ত

পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা যাতে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি এবং পরকালে জান্নাত লাভ করে। যে জ্ঞান তারা শোনে তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় সে এই সঠিক নির্দেশনা পাবে না। তাদের উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির মতো যার একটি নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু নিরাপত্তার জন্য এই নির্দেশাবলী কার্যত অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথবা অসুস্থ রোগীর মতো যাকে নিরাময় করার পরামর্শ দেওয়া হয় তবুও ওষুধ সেবন করতে ব্যর্থ হয়। এই মনোভাব পরিহার করতে হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

জ্ঞান - 14

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কিভাবে একটি নির্দিষ্ট দেশে বিয়ের হার সময়ের সাথে সাথে কমছে। লোকেরা দাবি করেছিল যে তারা বিয়ের দায়িত্ব নিতে চায় না।

যদি একজন ব্যক্তি চাকরির অফারটি তার সাথে যুক্ত তথ্য, যেমন চাকরির দায়িত্ব, তাদের বেতন এবং অফার করা কোনো বীমা না জেনেই গ্রহণ করেন, তাহলে এই ব্যক্তিকে অন্যদের দ্বারা একেবারে পাগল বলে চিহ্নিত করা হবে। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ না জেনে চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। তবুও, অনেক লোক তাদের সাথে সংযুক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না রেখে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে মরিয়া। উদাহরণস্বরূপ, এই লোকেরা বিয়ে করার জন্য মরিয়া, তবুও তাদের স্বামী বা স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং প্রতিটি পত্নীর অধিকার কী সে সম্পর্কে তাদের খুব কম বা কোন জ্ঞান নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুসলিমদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার আকাশচুম্বী হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। একইভাবে, এই ধরনের লোকেরা সন্তান ধারণের জন্য মরিয়া, তথাপি তাদের সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব, যেমন পিতামাতা এবং সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে খুব কম বা কোন জ্ঞান নেই। আবার, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কারাগারে মুসলিম যুবকদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার এটি একটি বড় কারণ। দম্পতিদের সন্তান আছে কিন্তু তাদের সঠিক উপায়ে মানুষ করতে ব্যর্থ হয়। তারা কিভাবে পারে যখন তারা তা করার জ্ঞান রাখে না?

মুসলিমদের জন্য এটা অত্যাবশ্যকীয় যে তারা পরিস্থিতির মধ্যে পা রাখার আগে তারা যে জিনিসগুলি করতে চায় তার দায়িত্বগুলি প্রথমে শিখে নেওয়া এবং

বোঝা। এই জ্ঞান ছাড়া, তারা নিজেদের এবং অন্যদের জন্য সমস্যা ছাড়া কিছুই হবে না. একইভাবে তারা দায়িত্বগুলি না জেনে চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করে না , তাদের দায়িত্বগুলি না জেনে অন্য কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত নয় যা একটি পার্থিব কাজের চেয়ে কঠিন, যেমন বিবাহ, জড়িত দায়িত্বগুলি না জেনে।

জ্ঞান - 15

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি এমন কিছু লোকের সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যারা একটি বিদেশী দেশে ভ্রমণ করেছে এবং একটি আইন ভঙ্গ করেছে যা তারা তাদের ভ্রমণের সময় অজানা ছিল। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বিখ্যাত বিবৃতি অজ্ঞতা আনন্দ হল বিশেষ করে, ধর্মীয় বিষয় এবং পরকালের ক্ষেত্রে সত্য নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে তারা একটি ইসলামি নিয়ম জানে না বলেই তারা এটি মেনে চলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এবং মহান আল্লাহ তাদের এর জন্য জবাবদিহি করবেন না। এটি একটি খারাপ প্রকারের অজ্ঞতা, কারণ মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এখানে কোন অজুহাত নেই এবং মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নং হাদিসে পাওয়া এটাকে সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। অজ্ঞতাকে একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত বলে বিশ্বাস করা শয়তানের ফাঁদ। এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই। একটি সরকার যদি এই অজুহাত গ্রহণ না করে, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে কীভাবে আশা করা যায়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার সাথে সংযুক্ত নিয়মগুলি জানার আশা করা হয়, যেমন একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভার হওয়া, যে ব্যক্তি ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে তার সাথে যুক্ত নিয়মগুলি শেখার জন্য দায়ী। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই অজ্ঞতা পরিহার করতে হবে, কারণ এটি তাদের এই দুনিয়াতে কোন উপকারে আসবে না এবং এটি অবশ্যই তাদের পরকালে সাহায্য করবে না। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 149:

" বলুন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে চূড়ান্ত যুক্তি আছে..."

জ্ঞান - 16

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই

যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং গুনাহ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

জ্ঞান - 17

ইসলামী জ্ঞান সঠিকভাবে শোনার মাধ্যমেই এর শিক্ষাগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে পারে। শ্রবণ এবং শোনার মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণ কেবলমাত্র একজনের মনের সাথে একটি শব্দ স্বীকার করা, এমনকি যদি তারা আওয়াজ বোঝাতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অনেক দূর থেকে তাদের চিৎকার শুনতে পারে কিন্তু তারা কী বলছে তা বুঝতে সক্ষম হবে না। যদিও, শোনার মধ্যে একটি শব্দ শোনা এবং এটি বোঝার অন্তর্ভুক্ত যাতে একজনের আচরণ পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অন্যকে একটি নির্দিষ্ট মৌখিক নির্দেশ দিচ্ছেন যিনি নির্দেশগুলি শুনে এবং বোঝার পরে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানান।

মুসলমানদের ইসলামিক জ্ঞান শুনতে হবে এবং তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের আচরণকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান পবিত্র কুরআনের প্রতি এটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে ভালো কিন্তু সঠিকভাবে শুনতে ব্যর্থ হয় যার মধ্যে এর শিক্ষাগুলো বোঝা এবং তার ওপর কাজ করা জড়িত।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বাণী শুনলেই সফলতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং তাকে সত্যিকার অর্থে শোনার চেষ্টা করতে হবে।

জ্ঞান - 18

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যে সমস্ত মুসলিমরা ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করে তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা এমন মনোভাব এড়িয়ে চলা যা তাদের অধ্যয়ন থেকে উপকৃত হতে বাধা দেয়। এটি তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে একাডেমিক মনোভাবের সাথে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করে। যারা পার্থিব জ্ঞান ও গবেষণা করে তাদের মধ্যে একাডেমিক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শিক্ষার্থীরা যে পার্থিব জ্ঞান অর্জন করে তা তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে না এবং আল্লাহ, মহান বা সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ করে। এটি একটি সম্পূর্ণ একাডেমিক অধ্যয়ন যা শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন, আচরণ এবং মনোভাবের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। এটি ইসলামী জ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যেও ঘটতে পারে। তারা যে জ্ঞান অর্জন করে তাতে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞানের পিছনের শিক্ষা ও নৈতিকতা বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং তাই জ্ঞান তাদের চরিত্র, আচরণ এবং জীবনকে ইতিবাচক উপায়ে ঢালাই করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করে, যার অন্তর্ভুক্ত। আশীর্বাদ ব্যবহার করে একজনকে দেওয়া হয়েছে তাকে খুশি করার উপায়ে। এবং তাদের জ্ঞান তাদের মানুষের অধিকার পূরণে উত্সাহিত করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে সর্বনিম্ন হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। বিশুদ্ধভাবে একাডেমিক উপায়ে ইসলামিক অধ্যয়নের কাছে পৌঁছানো একজন ব্যক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে তবে এটি তাদের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে ঢালাই করবে না। এটি তাদের অর্জিত জ্ঞানকে নিষ্ফল করে তোলে। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"... অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করার তাদের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করা। যদি এটি না ঘটে তবে তারা সঠিক পথে নেই এবং তাই সঠিক পথনির্দেশ থেকে অনেক দূরে।

জ্ঞান - 19

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। অনেক মুসলমানের সর্বদা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে গৃহীত ইসলামী জ্ঞান অনুসন্ধান, পড়া এবং শোনার অভ্যাস রয়েছে। তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে যেহেতু তারা নতুন এবং ভিন্ন কিছু অনুভব করতে চায় এবং তাই এই দুটি দিকনির্দেশনার উত্স থেকে শিক্ষার প্রতি খারিজ আচরণ করে। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি এই দুটি নির্দেশনার উৎস বোঝা এবং কাজ করার মধ্যে নিহিত। এটি অনেক আয়াতে নির্দেশিত, যেমন অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ।"

স্পষ্টীকরণটি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসকে বোঝায়।

দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি অনেক ইসলাম প্রচারক তাদের শ্রোতাদের খুশি ও খুশি করার জন্য এই মনোভাব গ্রহণ করেছেন। যে সময়টা তাদের সরাসরি নির্দেশনার দুটি উৎস থেকে প্রচার করা উচিত, যেমন জুমার খুতবা, তারা অপ্রমাণিত ঘটনা এবং বিকল্প উৎস থেকে গল্পের জন্য উৎসর্গ করে।

উপরন্তু, বিকল্প উত্স থেকে জ্ঞানের সন্ধান করা অযাচাইকৃত এবং ভুল জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার দিকে পরিচালিত করতে পারে, কারণ অন্যান্য উত্স থেকে নেওয়া এই গল্প এবং ঘটনাগুলির অনেকগুলিই সত্য নয় এবং বানোয়াট হয়েছে। এবং এই গল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলি অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করে যা বিচারের দিনে প্রশ্ন করা হবে না। উপরন্তু, এই গল্প এবং ঘটনাগুলির অনেকগুলি এমন জিনিসগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী, কিন্তু এই বৈপরীত্যগুলি প্রায়শই সূক্ষ্ম হওয়ায় বেশিরভাগ শ্রোতাদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই গল্পগুলি প্রায়শই একজনের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের সম্পূর্ণ এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্যের বিষয়টিকে ঠেলে দেয়, যদিও এটি এমন কিছু নয় যা সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, একে অপরের সাথে করেছিলেন, এমনকি সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফাদের সময়েও। ইসলাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক। প্রকৃতপক্ষে, অনেক প্রামাণিক এবং ব্যাপকভাবে পরিচিত ঘটনা রয়েছে যখন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সৎপথে পরিচালিত খলিফাদের পদ্ধতিকে সম্মানের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। উদাহরণস্বরূপ, উমর ইবনে খাত্তাব এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সম্মানের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ইসলামের প্রথম খলিফা, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, যখন তিনি দান করতে অস্বীকারকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাধ্যতামূলক দাতব্য। যদিও, আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সিদ্ধান্তে সঠিক ছিলেন, অন্য সাহাবায়ে কেরামও তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। পরিবর্তে, তারা সম্মানের সাথে তার সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছিল যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছে তার সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করেন। সহীহ মুসলিমের ১২৪ নম্বর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্য শুধুমাত্র মহান আল্লাহ, এবং তাঁর ঐশী দিক নির্দেশিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে, নির্দেশনার দুটি উৎসের ওপর শিক্ষা গ্রহণ এবং কাজ করা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, তারা যত বেশি হেদায়েতের এই দুটি উৎসের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে, ততই তাদের জন্য প্রজ্ঞা ও বোঝার দ্বার উন্মুক্ত হবে। তাই অনির্ভরযোগ্য ও অপ্রমাণিত উৎস থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও ইসলামী জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং এটাই সফলতার একমাত্র পথ। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।"

জ্ঞান - 20

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। জাগতিক বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা একজনকে মহান আল্লাহকে মানতে সাহায্য করবে, ইসলামে প্রশংসনীয়। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় তাদের সন্তানদের, বিশেষ করে তাদের মেয়েদের, শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা দাবি করে যে তারা সহজভাবে বিয়ে করবে, সন্তান ধারণ করবে এবং গৃহবধূ/মা হিসেবে বসবাস করবে। যদিও, একজন মহিলা যদি একজন হতে চান তাহলে তার গৃহের মা/স্ত্রী হতে বেছে নেওয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই, তবুও পার্থিব শিক্ষার অনেক সুবিধা রয়েছে যা উপেক্ষা করা উচিত নয়। একটি পার্থিব শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনের চরিত্র গঠন ও গঠনে সহায়তা করে। এটির মাধ্যমে, একজন ব্যক্তি শিখতে পারে কিভাবে পৃথিবী কাজ করে এবং কিভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং ধরনের মানুষের সাথে মোকাবিলা করতে হয়। এই সমস্ত জিনিসগুলি একজন মুসলিম মহিলাকে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে বাধ্য করতে সাহায্য করবে।

উপরন্তু, একটি পার্থিব শিক্ষা যা একটি ভাল কর্মজীবনের দিকে পরিচালিত করে একজন মুসলিম মহিলাকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার সময় আরও নির্বাচনী হতে দেয়। যেখানে, একজন অশিক্ষিত মহিলার পছন্দের স্বাধীনতা সবসময় কম থাকবে। আরও নির্বাচনী হওয়া একজন মুসলিম মহিলাকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অনুমতি দেবে, যে তার অধিকার পূরণ করবে।

পার্থিব শিক্ষার ফলে অন্যরা তাকে আরও বেশি সম্মান করে, যেমন তার স্বামী। যাকে বেশি সম্মান করা হয় তার সাথে অন্যরা ভালো আচরণ করতে বাধ্য।

অবশেষে, যে শিক্ষিত মুসলিম মহিলার পেশা আছে সে তার স্বামীর মতো অন্য সবার থেকে আর্থিকভাবে স্বাধীন হয়ে যায়। এর ফলে অন্যরা তাকে আরও বেশি সম্মান করবে এবং এটি তার স্বামীর দ্বারা তার প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে, কারণ একজন স্ত্রী তার স্বামীর দ্বারা দুর্ব্যবহার করার একটি প্রধান কারণ হল যখন সে জানে যে সে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে, যদি অপব্যবহার খুব বেশি হয়, তাহলে একজন অশিক্ষিত মহিলা তার নিপীড়নকারী স্বামীর কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম কারণ সে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সে তার বাবা-মায়ের দ্বারাও দূরে সরে যেতে পারে, কারণ তারা তার এবং তার সন্তানদের যত্ন নেওয়ার সামর্থ্য রাখে না। এটি প্রায়শই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে। অন্যদিকে, মুসলিম মহিলা শিক্ষিত হলে, তিনি তার স্বামীকে ছেড়ে নিজের কর্মজীবনের মাধ্যমে নিজের এবং তার সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত আর্থিক অবস্থানে রয়েছেন। এর মানে এই নয় যে তাকে তার স্বামীকে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ এটি শিশুসুলভ এবং ইসলাম দ্বারা সমালোচিত। কিন্তু এর মানে হল যে একটি পার্থিব শিক্ষা একজন নারীকে আর্থিক স্বাধীনতা দেয়, যা বিবাহের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সময় অত্যাবশ্যক, যেমন বিবাহবিচ্ছেদ।

এগুলি শুধুমাত্র কিছু কারণ যার কারণে মুসলমানদের নিজেদের জন্য একটি পার্থিব শিক্ষা লাভ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা অত্যাবশ্যক।

জ্ঞান - 21

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ এমন একটি মানসিকতার সমালোচনা করেছেন যা অতীতের জাতিগুলো গ্রহণ করেছিল, যা এখন মুসলিম জাতি গ্রহণ করেছে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 53:

"কিন্তু তারা [লোকেরা] তাদের ধর্মকে তাদের মধ্যে ভাগে ভাগ করেছে [সম্প্রদায়ে] - প্রতিটি দল, যা আছে তাতে আনন্দ করছে।"

যদি কেউ মুসলিম জাতিকে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা অগণিত চিন্তাধারা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মনোভাব দেখতে পাবে। প্রত্যেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা ফেরেশতাদের পক্ষে রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য সম্প্রদায় এবং চিন্তাধারার সমালোচনা ও নিন্দা করে। তারা তাদের মতবাদে কোন সন্দেহের লক্ষণ ছাড়াই তাদের ব্যাখ্যা এবং ইসলামের বোঝার সাথে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট। এতগুলি বিভিন্ন চিন্তাধারা পর্যবেক্ষণ করা অদ্ভুত, তবুও তাদের সকলেই পুরোপুরি নিশ্চিত যে তারা একাই সঠিক পথে রয়েছে।

এই মনোভাব মানুষের দ্বারা গৃহীত হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল ভুল আনুগত্যের কারণে। সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যাদের আনুগত্য আল্লাহ, মহান এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ছিল না, তাদের পরবর্তী লোকেরা তাদের আনুগত্য করেছিল। তাদের চিন্তাধারা এবং তাদের প্রবীণরা সবকিছুর উপরে। এমনকি যদি তারা মনে করে যে অন্য একটি চিন্তাধারা থেকে নেওয়া একটি ইসলামিক ধারণাটি আরও সঠিক বলে মনে হয়েছিল, তবুও তারা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা অনুসরণ করেছিল, কেবল অন্ধ আনুগত্যের কারণে। যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তাদের ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা কখনই পুরোপুরি নিখুঁত হবে না। অতএব, কোনো চিন্তাধারা, যা তাদের প্রবীণদের দেওয়া ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত হতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অনুগত, তিনি এই সত্যকে চিনতে পারবেন এবং তাই যেকোন চিন্তাধারা থেকে ইসলামী শিক্ষার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা গ্রহণ করবেন। মুসলমানদের অবশ্যই অন্ধ আনুগত্য এবং অন্ধ অনুসরণ এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি বিপথগামী হতে পারে এবং এটি ইসলামের পথের বিরোধিতা করে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বল, "এটা আমার পথ; আমি অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে...""

পরিবর্তে, ইসলামিক জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকে গ্রহণ ও আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ, মহান এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখতে হবে, তা যেই থেকে আসুক না কেন।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe